20 APR 2016

সমকাল

শিক্ষার্থী নির্যাতন বন্ধ হোক

■ নাহিদ তন্ময়

বাবা-মাকে দেখার আকুতি নিয়ে শিক্ষকের কাছে গিয়েছিল ১২ বছরের শিশু শিক্ষার্থী আরিফুর রহমান শুভ। কান্নাকাটি করে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি চেয়েও পায়নি। গত শুক্রবার একাই বাড়ির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে সে। মূল ফটক পার হওয়ার আগেই ধরা পড়ে যায় ফেনী শহরের মিছবাহুল কোরআন ওয়াস সুন্নাহ মাদ্রাসার আবাসিক ছাত্র শুভ। শিক্ষক আশরাফুল ইসলাম মোশাররফ তাকে ধরে নিয়ে বাড়ি যাওয়ার চেষ্টার 'অপরাধে' ক্রিকেটের ব্যাট-স্টাম্প দিয়ে পিটিয়ে ক্ষতবিক্ষত করেন। শুভ এখন ফেনী সদর হাসপাতালের বিছানায় যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষকদের হাতে শিক্ষার্থী নির্যাতনের এমন ঘটনা রাজধানীসহ সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সবাইকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। গত ফেব্রুয়ারিতে এক শিক্ষকের এ ধরনের নির্যাতনে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে কিশোরগঞ্জ মডেল গার্লস হাইস্কুলের এক ছাত্রী। অথচ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের ওপর বেত্রাঘাতসহ নানা ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতের রায়ের পাশাপাশি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে নতুন করে একটি নির্দেশনাও পাঠানো হয়েছে দেশের ৬৪ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। তবে এখনও দেশের ৫০ শতাংশ স্কুলে শিক্ষার্থীদের ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে। তা ছাড়া ৪০ শতাংশ অভিভাবকেরও এমন ধারণা যে, 'মার না দিলে বাচ্চা মানুষ হবে না!' যার চরম মাশুল দিতে হচ্ছে শুভর মতো নিষ্পাপ শিশুদের। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী নির্যাতন বন্ধে হাইকোর্ট ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ২

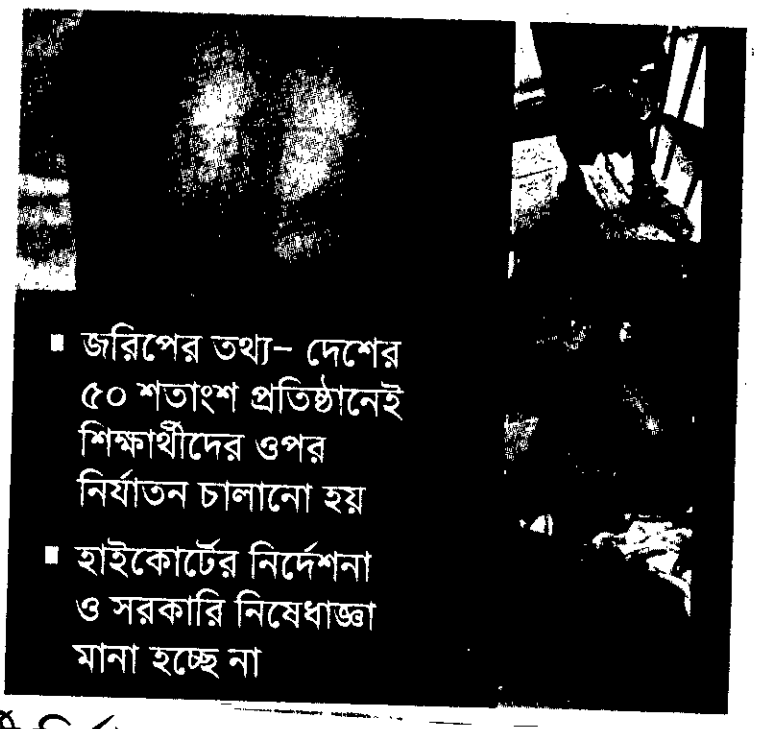

■ জরিপের তথ্য- দেশের ৫০ শতাংশ প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষার্থীদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়

■ হাইকোর্টের নির্দেশনা ও সরকারি নিষেধাজ্ঞা মানা হচ্ছে না

শিক্ষার্থী নির্যাতন বন্ধ হোক

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

৬ বছর আগে নির্দেশনা দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে সরকার পরিপত্রও জারি করেছিল। কোনো লাভ হয়নি।

তবে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সমকালকে বলেন, 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের ওপর নির্যাতন বন্ধে সরকার সব ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে। আগের তুলনায় নির্যাতনও কমেছে। তবে পুরোপুরি নির্মূল করা সম্ভব হয়নি।' তিনি বলেন, একটা সময় ছিল যখন অভিভাবকরাও চাইতেন, শিক্ষকরা তাদের সন্তানদের শাসন করবেন। শিক্ষকের হাতে কলমের চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় ছিল বেতের লাঠি। এখন সে ধারণা বদলাচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'শিক্ষার্থীদের নির্যাতন করা হলে তাদের মধ্যে বিরূপ প্রভাব পড়ে। শিক্ষা সম্পর্কে এক ধরনের ভীতি ও অনীহা তৈরি হয়। শিক্ষার্থীদের ওপর নির্যাতন বন্ধে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। সচেতন করা হচ্ছে।' বর্তমান সময়ে শিক্ষার্থীদের ওপর নির্যাতনের যেসব খবর পাওয়া যাচ্ছে, সেসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলেও মনে করেন তিনি।

এ প্রসঙ্গে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'স্কুলে শিশু নির্যাতন বন্ধে আদালতের যে নির্দেশনা রয়েছে তা শতভাগ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' সম্প্রতি দেশের সকল স্কুলে এ-সংক্রান্ত একটি নির্দেশনা পাঠানো হয়েছে বলে জানান তিনি।

প্রাথমিক শিক্ষা ও শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় একাধিক সংগঠনের নেতারা বলছেন, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ওপর নির্যাতন বন্ধের নির্দেশনা বাস্তবে কোনো কাজে আসছে না। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর দায়সারা আচরণ করায় কার্যত সিদ্ধান্তের প্রয়োগও ঘটছে না।

নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে : গত সোমবার অষ্টম শ্রেণীর এক শিক্ষার্থীকে নির্যাতনের প্রতিবাদ জানিয়েছেন রাজধানীর অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা। গত ১৩ এপ্রিল ওই শিক্ষার্থীকে পিটিয়ে রক্তাক্ত করেছেন শিক্ষক জাওশেদ আলম। নির্যাতনের শিকার শিক্ষার্থীর বাবা গত রোববার বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের কাছে এ সম্পর্কে লিখিত অভিযোগ করেছেন।

রোববার রাত ১২টার দিকে মাগুরা সদর ভায়না মোড় থেকে স্থানীয় থানা পুলিশ পায়ে শেকল বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার করে ১০ বছরের শিশু আবুজারকে। শেকলের অপর প্রান্তে আনুমানিক ১০ কেজি ওজনের একটি ভারী কাঠ ঝোলানো ছিল। আবুজার জানায়, তার বাবা তাকে তিন বছর আগে যশোর সদর উপজেলার সাদুল্লাপুর দড়িয়াকুড়ে মাদ্রাসায় হাফেজি পড়াতে ভর্তি করেন। এর কিছুদিন পর থেকেই মাদ্রাসার হুজুর জাহাঙ্গীর তাকে মারধরসহ নানাভাবে নির্যাতন করে আসছেন। এ কারণে এর আগেও সে একাধিকবার মাদ্রাসা থেকে পালিয়েছে। প্রায় চার মাস আগে শিক্ষক জাহাঙ্গীর তার পায়ে মোটা শেকল বেঁধে তালা দিয়ে ১০ কেজি ওজনের একটি ভারী কাঠ ঝুলিয়ে দেন। রোববার বিকেলে সে শরীরের কাপড় ও গামছার মধ্যে কাঠ ও শেকল লুকিয়ে মাদ্রাসা থেকে পালায়। শিশু আবুজার জানায়, এসব নির্যাতনের কথা তার বাবারও জানা আছে।

শিক্ষকের পিটুনিতে আহত হয়ে প্রায় এক সপ্তাহ হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে হয়েছে ফরিদপুরের মধুখালী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র আরাফাত ইমতিয়াজ অথিকে। গত সপ্তাহে তার ওপর ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলী আকবর শারীরিক নির্যাতন চালান।

গত ফেব্রুয়ারিতে এসএসসি পরীক্ষা চলার সময় শিক্ষক নাসিমা আক্তারের মানসিক নির্যাতনে ভারসাম্য হারায় কিশোরগঞ্জ মডেল গার্লস হাইস্কুলের এক ছাত্রী। ওই অবস্থায় কিশোরগঞ্জ ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে। এ ঘটনায় এস ভি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নাসিমা আক্তারের শাস্তি দাবি করে জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে কিশোরগঞ্জ মানবাধিকার ফোরাম।

৫০ শতাংশ স্কুলেই শিক্ষার্থী নির্যাতন : চলতি বছরের প্রথম দিকে প্রকাশিত গণসাক্ষরতা অভিযানের এক সমীক্ষায় দেখা যায়, ৪০ শতাংশ অভিভাবক এ ধারণা পোষণ করেন যে, 'মার না দিলে বাচ্চা মানুষ হবে না।' এ ছাড়া ৫০ শতাংশ স্কুলেই শিশু শিক্ষার্থীদের কোনো না কোনো নির্যাতন করা হয়। বেত দিয়ে মারধরের মতো কঠিন শাস্তি অনেকটা কমেছে। তবে স্কেল দিয়ে পেটানো, নিল-ডাউন বা কানমলার মতো শাস্তি এখনও দেওয়া হয়। সাতটি বিভাগের সাতটি ইউনিয়নে এ সমীক্ষা চালানো হয়।

গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, 'শহরের তুলনায় গ্রামে শিক্ষার্থীরা বেশি নির্যাতনের শিকার হয়। এর কারণ অভিভাবকদের অসচেতনতা। গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ অভিভাবকই মনে করেন, সন্তান মানুষ করতে শিক্ষকের হাতে মার খাওয়া প্রয়োজন আছে।' তিনি বলেন, 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্যাতন বন্ধে শিক্ষক এবং অভিভাবকের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে হবে। পাশাপাশি হাইকোর্টের রায় বাস্তবায়নে সরকারকে আরও কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।'

নির্যাতন বন্ধে নতুন নির্দেশনা : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর জানাচ্ছে, শিক্ষার্থীদের ওপর শারীরিক, মানসিকসহ সব ধরনের নির্যাতন বন্ধে গত ২০ মার্চ একটি নির্দেশনা তৈরি করা হয়। এরই মধ্যে সেটি ডাকযোগে দেশের ৬৪ হাজার প্রাথমিক স্কুলে পাঠানো হয়েছে। নির্দেশনাটি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কক্ষে টানিয়ে রাখতে বলা হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গণসংযোগ কর্মকর্তা রবীন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'শিক্ষক এবং অভিভাবকদের সচেতন করতেই নির্দেশনাটি প্রধান শিক্ষকের কক্ষে টানিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

নির্দেশনা সম্পর্কে জানেন না শিক্ষকরা : তবে রাজধানীর কয়েকটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে প্রধান শিক্ষকের কক্ষে এ-সংক্রান্ত কোনো নির্দেশনা টানানো দেখা যায়নি। অধিদপ্তরের পাঠানো ২০ মার্চের এ নির্দেশনা সম্পর্কে এখনও জানেন না তারা। তবে তাদের কেউই নাম প্রকাশ করে কোনো বক্তব্য দিতে রাজি হননি।

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্টের (ব্লাস্ট) উপপরিচালক (এডভোকেসি অ্যান্ড কমিউনিকেশন) মাহবুবা আক্তার বলেন, '২৮ ফেব্রুয়ারির বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক একটি নির্দেশনা তৈরি করেছেন বলে শুনেছি। তবে আমরা এখনও ওই নির্দেশনার কপি পাইনি। অধিদপ্তর থেকেও কিছু জানানো হয়নি।'

নির্যাতনের নেতিবাচক প্রভাব : শিক্ষার্থীদের ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের প্রভাব সুদূরপ্রসারী ও নেতিবাচক। এতে তারা দুর্বল হয়ে পড়ে, স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলে। এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মনোবিজ্ঞানী ড. মো. কামাল উদ্দিন বলেন, 'শিক্ষক যদি অমানবিক হয়ে ওঠেন, বেত্রাঘাত করেন বা সামান্য কারণে শাস্তি দেন তখন শিক্ষার্থীদের মনোবলের ক্ষতি হয়। আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরে। শিক্ষার্থীর মনোজগতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। নির্যাতনের ফলে শিশুর মনে স্কুলভীতি তৈরি হয়। অনেক সময় শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। জড়িয়ে পড়ে অপরাধে। এতে ড্রপ-আউট যেমন বাড়ে, তেমনি বাড়ে সামাজিক অপরাধ।'

শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে : অধিকাংশ শিক্ষক এবং অভিভাবকরা আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন না বলেই শিক্ষার্থীরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষক নেতা ড. কাজী ফারুক আহমেদ। তিনি বলেন, সময় পাল্টে গেলেও অনেক অভিভাবক ও শিক্ষক উপলব্ধি করতে পারছেন না, শারীরিক শাস্তি শিশুদের জন্য কত ভয়াবহ অমঙ্গল ডেকে আনতে পারে।' তিনি বলেন, '১৯৭৯ সালে তৈরি করা শিক্ষকদের আচরণবিধিতে বাচ্চাদের মারধর না করার নির্দেশ রয়েছে, কিন্তু প্রধান শিক্ষকরা অনেক ক্ষেত্রেই এই বিধির কথা জানেনই না।'

নির্যাতন বন্ধে হাইকোর্টের নির্দেশনা : ২০১০ সালে চুরির অভিযোগে ১০ বছর বয়সী এক ছাত্রকে পিটিয়ে আহত করেন এক শিক্ষক। সহপাঠীদের সামনে এ ঘটনায় অপমানিত হয়ে বাড়ি ফিরে আত্মহত্যা করে ওই ছাত্র। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আইন ও সালিশ কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)-এর পক্ষ থেকে ওই বছরের জুলাই মাসে একটি রিট আবেদন করা হয়। জনস্বার্থে করা এ রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১১ সালের ১৩ জানুয়ারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক ও মানসিক শাস্তির নামে শিক্ষার্থী নির্যাতন করা অবৈধ, অসাংবিধানিক, মৌলিক অধিকার পরিপন্থী বলে রায় দেন হাইকোর্ট।

সরকারি নীতিমালা ও পরিপত্র : ২০১১ সালের ২১ এপ্রিল শিক্ষার্থীদের শারীরিক শাস্তি না দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে নীতিমালা জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১১' শিরোনামে জারিকৃত এ আদেশের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, শারীরিক শাস্তি বলতে বোঝাবে, যে কোনো ধরনের দৈহিক আঘাত করা। মানসিক শাস্তি বলতে বোঝাবে, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে এমন কোনো মন্তব্য করা। এ নীতিমালা সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক, নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ, উচ্চমাধ্যমিক কলেজ, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসাসহ (আলিম পর্যন্ত) অন্য সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য হবে।

এর আগে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ২০১০ সালে এবং ২০১২ সালেও এ বিষয়ে পরিপত্র জারি করা হয়।

৩২ দফা সুপারিশ : গত ২৮ ফেব্রুয়ারি সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমানের সঙ্গে দেখা করে শিশু নির্যাতন বন্ধ, শিশুদের অধিকার রক্ষা এবং শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ নিশ্চিত করাসহ ৩২টি সুপারিশসহ একটি স্মারকলিপি দেন। ওই বৈঠকে শিশুদের প্রতি শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বন্ধে ৩২ দফা সুপারিশ বাস্তবায়নে করণীয় নির্ধারণে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সুপারিশগুলোর মধ্যে রয়েছে- স্কুলগুলোতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বছরে তিনবার নির্দিষ্ট সময় অন্তর আলোচনা সভার আয়োজন করা; সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষের অফিস কক্ষে সবার চোখে পড়ে এমনভাবে সরকারের জারি করা এ-সংক্রান্ত পরিপত্র ও নীতিমালাগুলো প্রদর্শন করা; শারীরিক ও মানসিক শাস্তি দেওয়া অসদাচরণ হিসেবে গণ্য করে শিক্ষকদের চাকরি বিধিমালা সংশোধন বা এ-সংক্রান্ত নতুন বিধান অন্তর্ভুক্ত করা।